জয় বাংলা

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত
মেয়র প্রার্থী

ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস-এর

নির্বাচনী

ইশতেহার

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

"আমাদের ঢাকা, আমাদের ঐতিহ্য"

ঐতিহ্যে-সুন্দর-সচল-সুশাসিত ও উন্নত ঢাকা'র
পথে পথচলায়

নির্বাচনী

ইশতেহার

- ঐতিহ্যের ঢাকা
- সুন্দর ঢাকা
- সচল ঢাকা
- সুশাসিত ঢাকা
- উন্নত ঢাকা

ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

Scanned with CamScanner

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় ঢাকাবাসী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। মুজিববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রথমেই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আল-আমীনের প্রতি শুকরিয়া আদায় করি। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনী ইশতেহার ২০২০ ঘোষণার প্রাক্কালে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে। শ্রদ্ধা নিবেদন করি মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী সকল শহিদদের প্রতি। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি বঙ্গমাতা বেগম শেখ ফতিলাতুন্নেছা মুজিব, আমার পিতা শেখ ফজলুল হক মণি ও মা শামসুন্নেছা আরজু মণিসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাত্রিতে নিহত সকলকে। শ্রদ্ধা জানাই সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি।

ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ড আমাকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করায় আমি কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি এবং আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ডের সকল নেতৃবৃন্দের প্রতি।

জাতির সকল সংগ্রাম, সকল মহৎ অর্জন এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রাণকেন্দ্র আমাদের এই প্রাণের ঢাকা। ঢাকাকে কেন্দ্র করে এবং ঢাকার নেতৃত্বেই বিকশিত হচ্ছে বাংলাদেশ। তাই ঢাকার নাগরিক হিসাবে আপনাদের মতো আমিও গর্বিত। ঢাকা আমাদের আবেগ, ভালোবাসা ও গর্বের শহর। রক্তস্নাত লড়াই-সংগ্রাম ও প্রতিবাদের শহর। মুক্তিযুদ্ধসহ বাংলাদেশের সকল গৌরবময় অর্জনের অম্লান স্মৃতি মিশে আছে ঢাকা জুড়ে।

এই ঢাকাতে আমি আমার পিতা-মাতাকে হারিয়েছি, শৈশব এবং কিশোর জীবন কাটিয়েছি, পড়াশুনা-খেলাধুলা করেছি, বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিয়েছি, বেড়ে উঠেছি এবং পরবর্তী সময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। আজ বৃহৎ পরিসরে সেই ঢাকাবাসীর সেবার লক্ষ্যে মেয়র পদে প্রার্থী হয়েছি।

Scanned with CamScanner

আমার রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই ২০০৮ সালের ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমি ঢাকা ১০ (ধানমণ্ডি-হাজারীবাগ-কলাবাগান-নিউমার্কেট) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। উক্ত এলাকার মানুষ অনেক ভালোবাসা-আদর-স্নেহে আমাকে নিজ সন্তান-আপনজন হিসেবে আলিঙ্গন করে নিয়েছিলো, আস্থা রেখেছিলো। সেবা করার সুযোগ দিয়ে তিন মেয়াদে আমাকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করেছিলো।

সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় এলাকাবাসীর জন্য শহিদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি মহাবিদ্যালয়, শহিদ শেখ রাসেল সরকারি উচ্চ বিদ্যলয় ও শহিদ বুদ্ধিজীবী ড. আমিন উদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন ও শহিদ শেখ ফজলুল হক মণি শিক্ষা বৃত্তি ট্রাস্ট/শহিদ শামছুন্নেছা আরজু মণি শিক্ষা বৃত্তি ট্রাস্ট প্রবর্তন করি। ধানমণ্ডি শাহী ঈদগাহ-এর ঐতিহ্য পুনর্বহালসহ এলাকার ১২০টি মসজিদের উন্নয়নে শরিক হওয়া; নারী শিশুদের সুচিকিৎসায় শহিদ শামছুন্নেছা আরজু মণি মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ। হাজারীবাগ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন প্রতিষ্ঠা। নতুন ৭টি ভবন নির্মাণ করে স্ক্যাভেঞ্জার্সদের আবাসনের সুব্যবস্থা। নিউ মার্কেট এলাকার ফুটপাত দখলমুক্ত ও নিউ মার্কেটের ঐতিহ্য বজায় রেখে সৌন্দর্য বর্ধন। পানির পাম্প স্থাপন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন কার্যক্রমসহ গত তিন মেয়াদে আমি নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি দলমত-নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজ করতে।

দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে সকলের সমর্থনে চেষ্টা করেছি এক এক করে প্রত্যেকটি সমস্যা সমাধান করতে। কিন্তু রাজধানী ঢাকায় সংসদ সদস্য হিসেবে নাগরিকদের মৌলিক সুবিধা ও উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সিটি কর্পোরেশনের উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। তাই এই ঢাকাবাসীর জন্য বৃহৎ পরিসরে কাজ করার এবং তাদের মৌলিক নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার তাগিদ বোধ করেছি।

আমাদের ঢাকায় রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ বক্তৃতার স্মৃতিবিজড়িত রেসকোর্স ময়দান (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান), সংগ্রামের চির প্রেরণার উৎস ভাষা শহিদ মিনার, বঙ্গবন্ধুর বাসভবন ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর, বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ পালনের উৎসস্থল ও প্রধান কেন্দ্র রমনা পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতার স্মারক 'শিখা চিরন্তন ও স্বাধীনতার স্মৃতিস্তম্ভ', প্রাচীন লালবাগ দুর্গ, বড় কাটারা-ছোট কাটারা, আহসান মঞ্জিল-নবাব বাড়ি, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, দৃষ্টিনন্দন তারা মসজিদ, হোসেনী দালান ইমামবাড়া, কমলাপুর রেল স্টেশন, সদরঘাট

Scanned with CamScanner

লঞ্চঘাট। সনাতন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঢাকেশ্বরী মন্দির, খ্রিষ্টানদের প্রধান উপাসনালয় সেন্ট পল ক্যাথিড্রাল, আর্মেনিয়ার গির্জা, বৌদ্ধ বিহার এবং শিখদের গুরুদুয়ারাটিও ঢাকা দক্ষিণে অবস্থিত।

ঢাকার সব গৌরব ও অহংকার রয়েছে ঢাকা দক্ষিণ জুড়ে। বঙ্গভবন, ঢাকার জিরো পয়েন্ট, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু সচিবালয়, জজকোর্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা ইনস্টিটিউট, জাতীয় গণগ্রন্থাগার, বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম, শিল্পকলা একাডেমি ঢাকা দক্ষিণে অবস্থিত। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, পাইকারী ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র সোয়ারিঘাট, ইসলামপুর, নবাবপুর, শ্যামবাজার, চকবাজার, বংশাল, নয়াবাজার, নিউমার্কেট ইত্যাদিও ঢাকা দক্ষিণে অবস্থিত।

ঐতিহ্যে-সুন্দর-সচল-সুশাসিত-উন্নত ঢাকার পথে– পথচলায় আমার পাঁচটি রূপরেখা :

সময় হয়েছে ঘুড়ে দাঁড়ানোর, নতুন পথে যাত্রা শুরু করার। ঢাকা উন্নয়নের জন্য এখন দরকার সঠিক নেতৃত্ব। অনেক সময় পেরিয়ে গেছে, অনেক অবহেলা, গাফিলতিতে ঢাকা অপরিকল্পিত ও দূষণ আক্রান্ত নগরী হয়ে গেছে। ঢাকাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। আপনাদের সমর্থন ও ভোটে মেয়র নির্বাচিত হলে পাঁচটি রূপরেখা নিয়ে অগ্রসর হতে চাই।

১. **ঐতিহ্যের ঢাকা :** চারশত বছরের পুরনো আমাদের এই ঢাকার রয়েছে নিজস্ব ইতিহাসের উজ্জ্বল ছবি, ঐতিহ্যের গভীর শেকড় ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব। পর্যটনের জন্যও হতে পারে অপার সম্ভাবনার ক্ষেত্র। এখানে ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্বাদও অনন্য। সাংস্কৃতিক ধারায় রয়েছে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আয্হা, পহেলা বৈশাখ, ঘুড়ি উৎসব, চৈত্র-সংক্রান্তিসহ অজস্র উৎসব। আমি নির্বাচিত হলে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকাকে 'ঐতিহ্য প্রাঙ্গণ' হিসেবে গড়ে তুলবো। সকলকে নিয়ে সমন্বিত প্রয়াসে জাদুঘর ও আর্ট গ্যালারি নির্মাণ ও প্রদর্শনীসহ নগরীর ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপনা সংরক্ষণে মহাপরিকল্পনা ও সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করে ঢাকাকে তার স্বকীয় গৌরবে সাজিয়ে তুলে ধরবো বিশ্ব দরবারে।

২. **সুন্দর ঢাকা :** বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা দুই নদীর অববাহিকায় পত্তন হওয়া আমাদের এই ঢাকা, এমন শহর পৃথিবীতে বিরল! সুন্দর ঢাকা গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক

Scanned with CamScanner

উদ্যান নির্মাণ, সবুজায়ন, ছাদ বাগানে উৎসাহ, পরিবেশবান্ধব স্থাপনা বৃদ্ধি, বায়ু ও শব্দ দূষণ রোধ করাসহ শরীর ও চিত্তবিনোদনের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ, শরীরচর্চা কেন্দ্র এবং নারী-শিশু ও প্রবীণদের জন্যে হাঁটার উন্মুক্ত স্থান, আধুনিকমানের কমিউনিটি সেন্টারের ব্যবস্থা। সর্বসাধারণের সুবিধার্থে সাধারণ ও ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের ব্যবস্থা। দুঃস্থ-অসহায়দের কল্যাণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও বস্তি উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত করা। নির্মাণাধীন পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাসগুলোর নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন, নতুন পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস নির্মাণ ও তাদের নাগরিক সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হবে। খালগুলোর অবৈধ দখল উচ্ছেদ-খনন ও সৌন্দর্যবর্ধন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় সংখ্যক নর্দমা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও জলাধার সংরক্ষণ এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দৈনন্দিন ভিত্তিতে সড়কের উপর উন্মুক্ত আবর্জনার স্তূপ অপসারণ করা হবে। সড়ক থাকবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকাটিকে সবুজায়ন, শিশুপার্ক, থিয়েটার হলসহ পরিকল্পিত সৌন্দর্যবর্ধন করবো। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যার পাড় ঘিরে বনায়ন, বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনসহ ব্যাপক সৌন্দর্যবর্ধনের মাধ্যমে সুন্দর ঢাকা গড়ে তুলবো।

৩. **সচল ঢাকা :** যানজটের কারণে রাস্তায় চলাচল হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। সকালে বাসা থেকে বেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছানো ও ফিরে আসতে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়, বিশেষ করে কর্মজীবী নারীদের বিড়ম্বনা অপরিসীম। গণপরিবহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিছু রাস্তায় দ্রুতগতির যানবাহন, কিছু রাস্তায় ধীরগতির যানবাহন, আবার কিছু রাস্তায় শুধু মানুষ হাঁটার ব্যবস্থা করবো। নদীর পাড়ে থাকবে সুপ্রশস্ত রাস্তা, যেখানে পায়ে হেঁটে চলা যাবে, চালানো যাবে সাইকেল, চলবে রিকশা ও ঘোড়ার গাড়ি। দ্রুতগামী যানবাহনের জন্য থাকবে আলাদা পথ, থাকবে নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা। রাস্তা পারাপারের সুব্যবস্থাসহ নগর ঘুরে দেখার জন্য থাকবে 'হপ অন হপ অফ' বাস সেবা। থাকবে প্রয়োজনীয় সড়ক বাতি ও উন্নত প্রক্ষালন কক্ষ। হকারদের তথ্যভান্ডার গঠন করে তাদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ফুটপাত দখলমুক্ত করা হবে। আর এভাবেই গড়ে তুলবো আমাদের সচল ঢাকা।

৪. **সুশাসিত ঢাকা :** ঢাকায় একসময় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল। মাদক নির্মূল, জুয়া, কিশোর অপরাধসহ নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়জনিত বিভিন্ন অপরাধ রোধসহ

Scanned with CamScanner

এলাকাভিত্তিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কার্যকর ও সংশোধন কেন্দ্র নির্মাণ করবো। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন হবে বাংলাদেশে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রথম দুর্নীতিমুক্ত সংস্থা। বছরের ৩৬৫ দিন, সপ্তাহের ৭ দিন, ২৪ ঘণ্টা নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য খোলা থাকবে। ব্যবসায়িক লাইসেন্স ৫ কর্মদিবসের মধ্যে প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। গৃহকর (হোল্ডিং ট্যাক্স) বৃদ্ধি করা হবে না। মশকের প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস, মশক নিধনে দৈনন্দিন ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাসপাতাল-ডিসপেনসারি ও প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনসহ মাতৃসদন, পরিবার পরিকল্পনা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করবো। হত-দরিদ্র মানুষের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের শিক্ষা, বিনোদন ও চিকিৎসা সেবায় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করবো। অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করতে ফায়ার হাইড্রান্ট নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পাড়া-মহল্লায় অগ্নি নির্বাপন গাড়ি প্রবেশের কার্যকর পদক্ষেপসহ প্রয়োজনে নিজস্ব দমকল বাহিনী গঠন করা হবে। প্রতিবছর পহেলা বৈশাখের পূর্বেই ঢাকার উন্নয়ন ও সেবার সঙ্গে জড়িত সংস্থার কাছে তাদের বাৎসরিক কাজের চাহিদাপত্র প্রদানের জন্য আহ্বান করা হবে। কর্পোরেশন কোনো রাস্তা নির্মাণের পরে অন্তত ৩ বছরের মধ্যে অন্য কোনো সংস্থা ঐ রাস্তা খনন করতে পারবে না। আইন, বিধি ও নীতিমালার কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে ঢাকার উন্নয়ন ও সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে সিটি কর্পোরেশনের নিকট সমন্বিতভাবে দায়বদ্ধ করা হবে। সপ্তাহে ১ দিন নগরবাসীর সঙ্গে তাদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা করবো। ওয়ান স্টপ সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন করবো। দায়িত্ব গ্রহণের ৯০ দিনের মধ্যেই মৌলিক সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করবো ইনশাআল্লাহ্।

৫. **উন্নত ঢাকা :** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত সুখী-সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ-এর 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে উন্নত রাজধানী তথা উন্নত ঢাকা গড়ে তোলার বিকল্প নাই। অনেক সময় হয়তো পেরিয়ে গেছে; কিন্তু সময় এখনো শেষ হয়ে যায়নি। পাঁচ বছর মেয়াদি বিভিন্ন প্রকল্পসহ দেশি-বিদেশি

Scanned with CamScanner

বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ত্রিশ বছর মেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে নগরীর উন্নতি সাধন, ইমারত নির্মাণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ, নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। নতুন ১৮টি ওয়ার্ডের জনগণের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণসহ প্রত্যেকটি সড়ক ও নর্দমার উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মান নিরূপণ করে অন্তত দশ বছর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ বিবেচনায় নিয়ে জমির যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। ছাত্র ও কর্মজীবী মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক হোস্টেল গড়ে তোলা হবে। জনগণকে প্রদেয় কর্পোরেশনের সকল সেবা যথা– বাণিজ্য লাইসেন্স, জন্ম নিবন্ধনপত্র, প্রত্যয়নপত্র, গৃহকর, পৌরকর, আনুষাঙ্গিক অন্যান্য করসমূহ তথ্য প্রযুক্তিগত সেবার আওতায় আনা হবে। সকল ক্ষেত্রে অনলাইন সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে। ঘরে বসেই কর এবং নির্ধারিত ক্ষেত্রে ফি পরিশোধ-সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। কর্পোরেশন পরিচালনায় তথ্যপ্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা প্রচলন করা এবং প্রতিটি ওয়ার্ডকে এর আওতাভুক্ত করা হবে। ২৪ ঘণ্টা হেল্পলাইন এবং নাগরিক সেবা ও সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় তথ্যসমৃদ্ধ নগর অ্যাপ চালু করা হবে। সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় ই-লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা। নগর ভবনে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ রেখে বিভিন্ন স্থানে সিসি ক্যামেরা ও ফ্রি ওয়াইফাই জোন স্থাপন করা হবে। সর্বোপরি সিটি কর্পোরেশনের কার্যপরিধির আওতায় সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সমন্বিত প্রয়াসে আমাদের উন্নত ঢাকা গড়ে তুলবো ইনশাআল্লাহ।

আমাদের এই ঢাকা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির আলিঙ্গনে, নানা গোত্র-বর্ণের সাংস্কৃতিক গৌরবময়তা ও ঐতিহ্যে মণ্ডিত ঢাকা। এই ঢাকাতে জন্মেছি, বড় হয়েছি, সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়েও স্বপ্ন দেখি এই ঢাকাকে ঘিরে। ঢাকা বলতে আমার বেড়ে ওঠা এই ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকাকেই বুঝি। ব্যথাতুর হীম বুকে তাকিয়ে দেখি, এখানেই পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট কালরাত্রিতে সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে হারিয়েছি আমার বাবা-মাকে। কিন্তু বিগত দিনে এখানেই পেয়েছি স্নেহ-ভালোবাসা-বন্ধন। এই ভালোবাসাকে পুঁজি করেই, স্বপ্নের উন্নত ঢাকার পথ চলায় আপনাদের আস্থা ও সমর্থনই আমার পাথেয়।

Scanned with CamScanner